OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 515 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 515 - 523
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা : উৎপত্তি, বিবর্তন, পারস্পরিক প্রভাব ও আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা

ডোনা মণ্ডল
শোধচ্ছাত্র, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: donamandal997@gmail.com
ও
অংশুমান পাত্র
গবেষক, কলা অনুষদ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Indo-Aryan languages, linguistic evolution, comparative linguistics, literary influence, Prakrit, Apabhramsha, sociolinguistics, Indian knowledge tradition.

Abstract

The relationship between Sanskrit and Bengali represents one of the most fascinating linguistic and cultural continuities in South Asia. Sanskrit, often regarded as the classical language of India, has profoundly influenced the formation, vocabulary, grammar, and literary tradition of Bengali. This article explores the historical evolution, linguistic structure, literary exchange, and contemporary relevance of Sanskrit and Bengali through a comparative framework.

The study begins by examining the origin of Sanskrit as an Indo-Aryan language and its transition from Vedic Sanskrit to Classical Sanskrit. It then traces the emergence of Bengali from Magadhi Prakrit and Apabhramsha, highlighting how Sanskrit functioned as the primary source of lexical enrichment and grammatical structuring in the Bengali language. The article further investigates phonological simplification, morphological transformation, and syntactic evolution that distinguish Bengali from Sanskrit while still retaining a strong structural relationship.

A significant portion of the paper analyses the literary interaction between the two languages. From ancient epics and Puranic traditions to medieval devotional literature and modern Bengali prose, Sanskrit has served as a reservoir of themes, narratives, philosophical ideas, and stylistic models. The influence of Sanskrit on Bengali literature through translation, adaptation, and reinterpretation is critically examined.

The article also addresses the sociolinguistic shift from Sanskrit as a sacred and elite language to Bengali as a people's language. This transition reflects broader cultural democratization and regional identity formation. Finally, the paper evaluates the modern relevance of Sanskrit in contemporary Bengali society, education, and linguistic identity.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 515 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

This comparative study argues that Bengali is not merely derived from Sanskrit but represents a dynamic transformation that integrates classical heritage with regional creativity. The relationship between the two languages demonstrates how linguistic continuity and cultural adaptation coexist in shaping South Asian intellectual traditions.

Discussion

ভূমিকা : ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের উজ্জ্বল নিদর্শন। সংস্কৃতকে সাধারণত ভারতীয় আর্যভাষাগুলির প্রাচীনতম শাস্ত্রীয় ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা হাজার বছরের জ্ঞানচর্চা, ধর্মীয় সাধনা, দর্শনচিন্তা এবং সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান মাধ্যম ছিল। অপরদিকে বাংলা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, জীবন্ত এবং বহুল ব্যবহৃত ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দুই ভাষার সম্পর্ক কেবল ভাষাতাত্ত্বিক উত্তরাধিকারের সীমায় আবদ্ধ নয়; বরং সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, সমাজব্যবস্থা এবং সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিকাশের নানা স্তরে তাদের গভীর ও নিবিড় সংযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলা ভাষার বিকাশ ও গঠনপ্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে গেলে সংস্কৃত ভাষার ঐতিহাসিক ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের একটি বড় অংশ সংস্কৃত উৎসজাত; বিশেষত তৎসম ও তদ্ভব শব্দের মাধ্যমে এই প্রভাব সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। শুধু শব্দভাণ্ডারেই নয়, বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক কাঠামো, বাক্যগঠন, সাহিত্যিক রীতি, অলংকারচর্চা এবং কাব্যধারার উপরও সংস্কৃতের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু, রূপকল্প, উপমা, ছন্দ এবং আখ্যানধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সংস্কৃত সাহিত্য একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। তবে এই প্রভাব থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের সরাসরি অনুকরণ বা প্রতিরূপ বলা যায় না। বরং ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্যবর্তী ধাপ অতিক্রম করে বাংলা একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় উপভাষা, আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং জনজীবনের অভিজ্ঞতা বাংলা ভাষাকে একটি স্বকীয় পরিচয় প্রদান করেছে।

এই গবেষণা প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হল সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার উৎস, ঐতিহাসিক বিকাশ, ধ্বনিগত ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, সাহিত্যিক পারস্পরিক প্রভাব এবং সমকালীন সমাজে তাদের প্রাসঙ্গিকতা বিশদভাবে পর্যালোচনা করা। একই সঙ্গে ভাষার সামাজিক ভূমিকা, ভাষার গণতন্ত্রীকরণ এবং শাস্ত্রীয় ভাষা থেকে জনভাষায় রূপান্তরের প্রক্রিয়াও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এর মাধ্যমে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার সম্পর্ককে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নয়, বরং উত্তরাধিকার, অভিযোজন এবং সৃজনশীল রূপান্তরের এক ধারাবাহিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য : সংস্কৃত ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারের ইন্দো-আর্য শাখার অন্তর্গত এবং এটি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম ও সর্বাধিক সুসংগঠিত শাস্ত্রীয় ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় সংস্কৃতকে সাধারণত দুটি প্রধান স্তরে ভাগ করা হয়—

১) বৈদিক সংস্কৃত।
২) শাস্ত্রীয় বা প্রাচীন সংস্কৃত।

বৈদিক সংস্কৃত : বৈদিক সংস্কৃত সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম রূপ, যা বেদসমূহে ব্যবহৃত হয়েছে। এই স্তরের ভাষা কেবল ধর্মীয় আচার বা স্তোত্র রচনার মাধ্যমই ছিল না; বরং এটি প্রাচীন আর্য সমাজের চিন্তা, জীবনযাপন, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রতিফলন বহন করে। বৈদিক সংস্কৃত ধ্বনিগত ও ব্যাকরণগত দিক থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি বৈচিত্র্যময় এবং পরবর্তী সংস্কৃতের তুলনায় অধিক নমনীয় ছিল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 515 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শাস্ত্রীয় সংস্কৃতের উদ্ভব : পরবর্তীকালে ব্যাকরণবিদ পাণিনির ব্যাকরণগ্রন্থের মাধ্যমে সংস্কৃত একটি অত্যন্ত সুসংহত ও নিয়মবদ্ধ ভাষারূপ লাভ করে। এই সময় থেকেই সংস্কৃত একটি মান্য, প্রমিত ও সর্বভারতীয় জ্ঞানচর্চার ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ধর্ম, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সাহিত্য ও নীতিশাস্ত্র— সবক্ষেত্রেই সংস্কৃত একটি প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে।

সংস্কৃত ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য—

উচ্চমাত্রার ব্যাকরণগত শৃঙ্খলা : সংস্কৃত ভাষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর অত্যন্ত সুসংগঠিত ব্যাকরণ। শব্দের রূপান্তর, বাক্যগঠন এবং ধাতুপ্রয়োগ সবকিছুই নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। এই ব্যাকরণগত শৃঙ্খলা সংস্কৃতকে একদিকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় পরিণত করেছে, অন্যদিকে জ্ঞান সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

সমৃদ্ধ শব্দগঠন পদ্ধতি : সংস্কৃত ভাষায় উপসর্গ, প্রত্যয় ও ধাতুর মাধ্যমে অসংখ্য নতুন শব্দ গঠনের ক্ষমতা রয়েছে। একটি মূল ধাতু থেকে বহু অর্থবহ শব্দ তৈরি করা যায়, যা ভাষাটিকে ধারণাগত প্রকাশে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তোলে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই দর্শন, বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ধারণাগুলি সংস্কৃতে সহজে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

বিভক্তি ও ধাতুর বিস্তৃত ব্যবহার : সংস্কৃত ভাষায় শব্দের সম্পর্ক বোঝাতে বিভক্তির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্তা, কর্ম, অধিকরণ, সম্বন্ধ ইত্যাদি সম্পর্ক পৃথক বিভক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। একইভাবে ধাতুর ব্যবহারে কাল, পুরুষ ও বচনের ভিন্নতা প্রকাশ পায়। ফলে বাক্যের অর্থ স্পষ্ট ও সুসংগঠিত থাকে।

ধ্বনিগত সূক্ষ্মতা ও শুদ্ধতা : সংস্কৃতের ধ্বনি-বিন্যাস অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রেণিবিন্যাস উচ্চারণের স্থান ও প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে নির্ধারিত। এই ধ্বনিগত সূক্ষ্মতা সংস্কৃতকে উচ্চারণে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে তুলেছে।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি : বাংলা ভাষার বিকাশ সরাসরি সংস্কৃত থেকে ঘটেনি; বরং এটি একটি দীর্ঘ ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। ভাষাবিদদের মতে বাংলা ভাষার গঠন নিম্নলিখিত ধাপ অতিক্রম করে ধীরে ধীরে পরিণত রূপ লাভ করেছে—

সংস্কৃত → প্রাকৃত → অপভ্রংশ → প্রাচীন বাংলা → আধুনিক বাংলা

এই ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে বাংলা ভাষা সংস্কৃতের উত্তরাধিকার বহন করলেও এটি মধ্যবর্তী প্রাকৃত ও অপভ্রংশ স্তরের মধ্য দিয়ে একটি স্বতন্ত্র ভাষায় পরিণত হয়েছে। বাংলা ভাষার মূল উৎস হিসেবে বিশেষভাবে মাগধী প্রাকৃতকে চিহ্নিত করা হয়। পূর্বভারতের কথ্যভাষা ও আঞ্চলিক উপভাষার প্রভাবের ফলে এই ভাষার ক্রমবিবর্তন ঘটে এবং আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর দিকে প্রাচীন বাংলা ভাষার সূচনা হয়।

বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন : বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে 'চর্যাপদ'কে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, যা দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত এই গীতিকবিতাগুলি প্রাচীন বাংলা ভাষার প্রাথমিক রূপ, ধ্বনি, শব্দভাণ্ডার ও বাক্যগঠনের মূল্যবান সাক্ষ্য বহন করে। চর্যাপদ শুধু বাংলা ভাষার প্রাচীনত্বের প্রমাণই নয়, বরং বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্নেরও ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত।

ধ্বনিগত তুলনা : সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার পার্থক্যের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হলো ধ্বনিগত পরিবর্তন বা phonological simplification। সংস্কৃত ভাষায় যেখানে ধ্বনি ও যুক্তব্যঞ্জনের জটিলতা বেশি, সেখানে বাংলা ভাষায় ধ্বনি ধীরে ধীরে সরল হয়েছে। এই সরলীকরণ প্রাকৃত ও অপভ্রংশ স্তর অতিক্রম করে ঘটেছে এবং এর ফলে উচ্চারণ সহজ ও কথ্যভাষার উপযোগী হয়েছে। বাংলা ভাষার ধ্বনিগত পরিবর্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হল—

- যুক্তব্যঞ্জনের ভাঙন
- স্বরবর্ণের পরিবর্তন
- ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষয় বা রূপান্তর
- শব্দের শেষে ধ্বনি লোপ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 515 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

- উচ্চারণ সহজীকরণ

উদাহরণ (সংস্কৃত → বাংলা)

সংস্কৃত	বাংলা	ধ্বনিগত পরিবর্তন
কর্ম (karma)	কর্ম	র ধ্বনি রক্ষা, উচ্চারণ সরল
অগ্নি (agni)	আগুন	gn → গুন
দন্ত (danta)	দাঁত	nt → ত
সপ্ত (sapta)	সাত	pt → ত

আরও গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ—

সংস্কৃত	বাংলা	পরিবর্তনের ধরন
দ্বার (dvāra)	দর	dv → দ
হস্ত (hasta)	হাত	st → ত
চক্ষু (cakṣu)	চোখ	kṣ → খ/চ
মুখ (mukha)	মুখ	প্রায় অপরিবর্তিত
নয়ন (nayana)	নয়ন / নয়ন→নয়ন	স্বরসংকোচ
শিরস্ (śiras)	শির / সির	শেষ ধ্বনি লোপ
কর্ণ (karṇa)	কান	rṇ → ন
জিহ্বা (jihvā)	জিহ্বা → জিভ	hv → ভ
মস্তক (mastaka)	মাথা	st → থ
পুত্র (putra)	পুত্র → পুত / পুয়া (লোকভাষা)	tr সরলীকরণ
মিত্র (mitra)	মিত্র → মিত / মিঠা (উপভাষা)	tr → ত
ক্ষেত্র (kṣetra)	ক্ষেত	kṣ → খ/ ক্ষেত্র→ক্ষেত
গ্রীবা (grīvā)	গ্রীবা → গ্রীব → ঘাড় (রূপান্তর)	ধ্বনি পরিবর্তন
নখ (nakha)	নখ	সামান্য পরিবর্তন
বৃক্ষ (vṛkṣa)	বৃক্ষ → গাছ	সম্পূর্ণ রূপান্তর

ব্যাকরণগত তুলনা—

বিভক্তি ব্যবস্থার রূপান্তর : সংস্কৃত ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর জটিল ও সুসংগঠিত বিভক্তি ব্যবস্থা। সংস্কৃতে মোট আটটি বিভক্তির মাধ্যমে বাক্যের বিভিন্ন সম্পর্ক— কর্তা, কর্ম, অধিকরণ, সম্বন্ধ, সম্প্রদান ইত্যাদি— নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়। শব্দের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমেই বাক্যের ব্যাকরণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে বাংলা ভাষায় এই বিভক্তি ব্যবস্থা অনেকাংশে সরলীকৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় পরবর্তীকালের বিকাশে অব্যয় ও পোস্টপজিশনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে বিভক্তির জটিলতা হ্রাস পেয়েছে। উদাহরণ—

সংস্কৃত : रामः (কর্তা), रामम् (কর্ম), रामेण (করণ)।

বাংলা : রাম, রামকে, রামের।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 515 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এখানে দেখা যায় যে সংস্কৃতের জটিল রূপান্তর বাংলায় সহজ ও ব্যবহারোপযোগী রূপ লাভ করেছে।

লিঙ্গ ব্যবস্থার পরিবর্তন : সংস্কৃত ভাষায় তিন প্রকার ব্যাকরণগত লিঙ্গ বিদ্যমান— পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গ। প্রতিটি শব্দের লিঙ্গ অনুযায়ী তার রূপ পরিবর্তিত হয় এবং বিশেষণ ও ক্রিয়ার সঙ্গেও লিঙ্গগত সঙ্গতি বজায় রাখতে হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই লিঙ্গভিত্তিক ব্যাকরণ প্রায় বিলুপ্ত। বাংলা ভাষায় শব্দের রূপ সাধারণত লিঙ্গভেদে পরিবর্তিত হয় না। ফলে বাংলা ভাষার বাক্যগঠন তুলনামূলকভাবে সহজ ও ব্যবহারবান্ধব হয়েছে। এই পরিবর্তন ভাষার গণমুখী বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে।

শব্দভাণ্ডারে সংস্কৃতের প্রভাব (পুনর্লিখন) : বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার গঠনে সংস্কৃতের অবদান অত্যন্ত গভীর। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহকে সাধারণত তিন ভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়—

১) তৎসম শব্দ
২) তদ্ভব শব্দ
৩) দেশজ শব্দ

তৎসম শব্দ হল সেইসব শব্দ যা প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় সংস্কৃত থেকে গৃহীত হয়েছে। উদাহরণ— বিদ্যালয়, সমাজ, সংস্কৃতি, মানব, সাহিত্য।

তদ্ভব শব্দ হল সেই শব্দসমূহ যা সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলে নতুন রূপ লাভ করেছে। উদাহরণ— দুধ (দুগ্ধ), চোখ (চক্ষু), কান (কর্ণ), দাঁত (দন্ত)।

এই শ্রেণিবিভাগ থেকে স্পষ্ট যে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের একটি বড় অংশ সংস্কৃত উৎসজাত। ভাষাবিদদের মতে, বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রায় ৬০–৭০ শতাংশ শব্দের উৎস সংস্কৃত।

সাহিত্যিক প্রভাব : বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সংস্কৃত সাহিত্য একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য, পুরাণ এবং ধর্মীয় সাহিত্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

মহাকাব্যের প্রভাব : সংস্কৃতের দুই মহাকাব্য— রামায়ণ ও মহাভারত— বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও কাহিনির প্রধান উৎস হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে এই মহাকাব্যগুলির বাংলা রূপান্তর ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাস রচিত মহাভারত সংস্কৃত মহাকাব্যের কাহিনিকে বাংলা ভাষায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। এর ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

ভক্তি সাহিত্য : সংস্কৃত পুরাণ, বিশেষত ভাগবত পুরাণের প্রভাবে বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্য বিকশিত হয়। ভক্তি আন্দোলনের ফলে ধর্মীয় ভাবনা ও আধ্যাত্মিক চেতনা সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় প্রবাহিত হয় এবং বাংলা সাহিত্যে এক নতুন কাব্যধারার সূচনা ঘটে।

আধুনিক যুগে সংস্কৃত ও বাংলা—

শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের ভূমিকা : আধুনিক যুগেও শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণভাবে বিদ্যমান। বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক কাঠামো ও পরিভাষা নির্মাণে সংস্কৃতের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলা ব্যাকরণে ব্যবহৃত বহু পরিভাষা— যেমন কারক, সমাস, তদ্ধিত, কৃৎপ্রত্যয় ইত্যাদি— সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে আগত।

এছাড়া ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংস্কৃতের উপস্থিতি সুস্পষ্ট। বিদ্যালয় ও সমাজজীবনে মন্ত্র, শ্লোক, নীতিবাক্য এবং দর্শনচিন্তার মাধ্যমে সংস্কৃত আজও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। ফলে সংস্কৃত ভাষা কেবল অতীতের স্মারক নয়; বরং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী ভিত্তি।

আধুনিক বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব : আধুনিক বাংলা ভাষার পরিভাষা নির্মাণে সংস্কৃত একটি প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করছে। বিশেষত বিজ্ঞান, আইন, প্রশাসন, দর্শন ও শিক্ষাক্ষেত্রে তৎসম শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নতুন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 515 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ধারণা প্রকাশের ক্ষেত্রে সংস্কৃতমূল শব্দ গ্রহণ বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ ও প্রাঞ্জল করেছে। ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রশাসনিক পরিসরে বাংলা ভাষার পরিভাষাগত শক্তি বৃদ্ধিতে সংস্কৃতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ : সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগত রূপান্তরের ইতিহাস তুলে ধরে। ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি সামাজিক কাঠামো, ক্ষমতার বণ্টন, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জ্ঞানচর্চার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই দৃষ্টিতে সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর ভারতীয় সমাজে ভাষার গণমুখী বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে সংস্কৃত ছিল শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজের ভাষা। প্রাচীন ভারতে ধর্মীয় আচার, বেদপাঠ, দর্শনচর্চা, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞান মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও সংরক্ষিত হত। ফলে সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান ও ক্ষমতার একটি বিশেষ প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য দীর্ঘ শিক্ষাপ্রক্রিয়া ও বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হত, যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল। এর ফলে সংস্কৃত একটি 'এলিট ভাষা' হিসেবে সমাজে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটতে শুরু করলে সাধারণ মানুষের জন্য সহজ ও ব্যবহারযোগ্য ভাষার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার বিকাশ ঘটে, যা ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ভাষাগুলোর জন্ম দেয়। বাংলা ভাষার উদ্ভবও এই ধারাবাহিক বিবর্তনের ফল। বাংলা ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যোগাযোগ, সামাজিক বিনিময় এবং সাংস্কৃতিক প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বাংলা ভাষার প্রসার জ্ঞানচর্চার গণতন্ত্রীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন ধর্মীয় ও সাহিত্যিক গ্রন্থগুলো আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করে, তখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠী প্রথমবারের মতো সেই জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের অনুবাদ এই প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করে। এর ফলে জ্ঞানচর্চা কেবল পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ভাষা ও পরিচয়ের সম্পর্ক। বাংলা ভাষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়েরও বিকাশ ঘটে। ভাষা মানুষের আত্মপরিচয়, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত হওয়ায় বাংলা ভাষা ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক হয়ে ওঠে। ফলে ভাষার এই রূপান্তর কেবল ভাষাগত পরিবর্তন নয়; এটি একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরেরও প্রতিফলন। এছাড়া এই পরিবর্তন ভাষার স্তরবিন্যাস (linguistic hierarchy) সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেয়। সংস্কৃত দীর্ঘদিন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও বাংলা ভাষার বিস্তার দেখায় যে সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মর্যাদাও পরিবর্তিত হতে পারে। আজ বাংলা শিক্ষা, সাহিত্য, প্রশাসন ও গণমাধ্যমের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, যা ভাষার সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সার্বিকভাবে বলা যায়, সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর ভাষার গণতন্ত্রীকরণ, জ্ঞানচর্চার প্রসার এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। এই প্রক্রিয়া প্রমাণ করে যে ভাষা সমাজের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় এবং সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন রূপ গ্রহণ করে।

তুলনামূলক মূল্যায়ন : সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক গভীর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দুই ভাষা একই ভাষাপরিবারভুক্ত হলেও তাদের প্রকৃতি, ব্যবহারক্ষেত্র এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। তাই এই সম্পর্ককে যথাযথভাবে বোঝার জন্য একটি তুলনামূলক মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমত, ভাষার প্রকৃতির দিক থেকে সংস্কৃত একটি শাস্ত্রীয় ভাষা, আর বাংলা একটি জীবন্ত ও চলমান ভাষা। সংস্কৃত ভাষা প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান-সংস্কৃতির প্রধান বাহক হিসেবে দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্মীয় আচার, দর্শন, শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং মহাকাব্যিক সাহিত্য রচনায় সংস্কৃতের ভূমিকা অপরিসীম। এই ভাষা মূলত প্রাচীন জ্ঞানসংরক্ষণ ও উচ্চতর বৌদ্ধিক চর্চার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্যদিকে বাংলা ভাষা মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন, সামাজিক যোগাযোগ, শিক্ষা এবং আধুনিক সাহিত্যচর্চার প্রধান ভাষা হিসেবে বিকশিত হয়েছে। ফলে বাংলা ভাষা একটি গতিশীল ও ক্রমবিকাশমান ভাষা হিসেবে সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ব্যাকরণগত কাঠামোর দিক থেকে এই দুই ভাষার মধ্যে সুস্পষ্ট

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 515 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ অত্যন্ত সুসংগঠিত, নিয়মবদ্ধ এবং জটিল। এখানে বিভক্তি, লিঙ্গ, পুরুষ, বচন, ধাতুরূপ, সমাস ও সন্ধির বিস্তৃত ব্যবহার দেখা যায়। একটি শব্দের রূপ বাক্যের অবস্থান ও ব্যাকরণগত ভূমিকা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। ফলে সংস্কৃত ভাষা শিখতে বিশেষ ব্যাকরণিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়। অপরদিকে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ তুলনামূলকভাবে সরল ও ব্যবহারোপযোগী। এখানে বিভক্তির সংখ্যা কম, শব্দরূপের পরিবর্তন সীমিত এবং বাক্যগঠন অপেক্ষাকৃত সহজ। এই সরলীকরণের ফলে বাংলা ভাষা সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তৃতীয়ত, ব্যবহারক্ষেত্রের দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। সংস্কৃত ভাষা প্রধানত ধর্মীয় আচার, মন্ত্র, শাস্ত্র, দর্শন এবং প্রাচীন সাহিত্যচর্চায় ব্যবহৃত হয়েছে। আজও বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, মন্ত্রোচ্চারণ, যোগ ও দর্শনচর্চায় সংস্কৃতের ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে বাংলা ভাষা দৈনন্দিন জীবন, প্রশাসন, শিক্ষা, গণমাধ্যম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি— প্রায় সবক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ বাংলা ভাষা মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

এই পার্থক্যগুলি ভাষার বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে। সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হলেও বাংলা ভাষা সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব রূপ গ্রহণ করেছে। ভাষার এই পরিবর্তন আসলে ভাষার গণতন্ত্রীকরণকেই নির্দেশ করে— অর্থাৎ ভাষা ক্রমে সাধারণ মানুষের ব্যবহারোপযোগী হয়ে ওঠে। সার্বিকভাবে বলা যায়, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক প্রতিযোগিতার নয়, বরং ধারাবাহিক রূপান্তরের। সংস্কৃত যেখানে ঐতিহ্য, জ্ঞান ও শাস্ত্রীয়তার প্রতীক, বাংলা সেখানে প্রাণবন্ততা, ব্যবহারিকতা এবং আধুনিকতার প্রতীক। এই দুই ভাষা মিলেই ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

দিক	**সংস্কৃত**	**বাংলা**
ভাষার প্রকৃতি	শাস্ত্রীয় ভাষা	জীবন্ত ও চলমান ভাষা
ব্যাকরণ	জটিল ও নিয়মবদ্ধ	তুলনামূলকভাবে সরল
ব্যবহারক্ষেত্র	ধর্ম, দর্শন ও শাস্ত্রচর্চা	দৈনন্দিন জীবন ও যোগাযোগ

সংস্কৃত ভাষা প্রধানত শাস্ত্রীয় ও প্রাচীন জ্ঞানচর্চার ভাষা হিসেবে পরিচিত। এটি ধর্মীয় আচার, দর্শন, শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং প্রাচীন সাহিত্যের মূল ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে বাংলা একটি জীবন্ত ভাষা, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সামাজিক যোগাযোগ, সাহিত্য, শিক্ষা এবং আধুনিক জ্ঞানচর্চার প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ব্যাকরণগত দিক থেকেও এই দুই ভাষার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতের ব্যাকরণ অত্যন্ত সুসংগঠিত ও জটিল, যেখানে বিভক্তি, লিঙ্গ, ধাতু ও শব্দরূপের বিস্তৃত পরিবর্তন দেখা যায়। বিপরীতে বাংলা ভাষায় ব্যাকরণিক কাঠামো অনেক সহজ ও ব্যবহারোপযোগী হয়েছে, যা ভাষাটিকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।

আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা : বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ভাষার ভূমিকা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়; বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রশাসন, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রধান বাহন হিসেবে ভাষা নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষার বিকাশ ও আধুনিক পরিভাষা নির্মাণে সংস্কৃত ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে পুনরায় মূল্যায়িত হচ্ছে। বাংলা ভাষা যেহেতু ঐতিহাসিকভাবে সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত, তাই আধুনিক জ্ঞানের নতুন ধারণা প্রকাশের ক্ষেত্রে সংস্কৃতমূল শব্দ বাংলা ভাষায় স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং অর্থবোধক হয়ে ওঠে। বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন ধারণা প্রকাশের জন্য প্রতিনিয়ত নতুন শব্দের প্রয়োজন হচ্ছে। 'ডিজিটালাইজেশন', 'সাসটেইনেবিলিটি', 'বায়োটেকনোলজি', 'ন্যানো-সায়েন্স' ইত্যাদি ধারণাগুলির জন্য বাংলা ভাষায় যথাযথ প্রতিশব্দ নির্মাণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার শব্দগঠন ক্ষমতা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় ধাতু, উপসর্গ ও প্রত্যয়ের সাহায্যে নতুন শব্দ গঠনের যে সুসংগঠিত পদ্ধতি রয়েছে, তা বাংলা ভাষাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মাণে শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, 'পরিবেশ', 'জীবপ্রযুক্তি', 'দূরসংযোগ', 'অন্তর্জাল', 'তথ্যপ্রযুক্তি' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতমূল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 515 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গঠনপদ্ধতির সাহায্যে তৈরি হয়েছে এবং আজ এগুলো বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত। আইন ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও সংস্কৃতের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনিক ভাষায় নির্ভুলতা, গাম্ভীর্য ও আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখার জন্য সংস্কৃতমূল শব্দ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 'বিধান', 'সংবিধান', 'বিচারব্যবস্থা', 'অধিকার', 'দায়িত্ব', 'নিয়ম', 'প্রশাসন' প্রভৃতি শব্দ বাংলা প্রশাসনিক ভাষার মূল ভিত্তি গঠন করেছে। এই শব্দগুলি কেবল অর্থবহ নয়, বরং একটি ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতার প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রভাব আরও সুস্পষ্ট। পাঠ্যপুস্তক, গবেষণা এবং একাডেমিক আলোচনায় পরিভাষা নির্মাণে সংস্কৃতমূল শব্দ ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চা সহজ ও সুসংহত হয়েছে। বিশেষ করে দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মতো বিষয়গুলিতে সংস্কৃতভিত্তিক পরিভাষা বাংলা ভাষাকে গভীর ও সূক্ষ্ম ধারণা প্রকাশের সক্ষমতা প্রদান করেছে। 'চেতনা', 'অস্তিত্ব', 'সমাজ', 'সংস্কৃতি', 'নৈতিকতা', 'পরিচয়' ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে বিমূর্ত ধারণা সহজভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে ইংরেজি ভাষার প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বাংলা ভাষার জন্য একদিকে চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে সুযোগও সৃষ্টি করছে।

এই প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত বাংলা ভাষাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ দেখায়। ইংরেজি শব্দ সরাসরি গ্রহণের পরিবর্তে সংস্কৃতমূল শব্দ ব্যবহার বাংলা ভাষার স্বকীয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে বাংলা ভাষা আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়েও তার নিজস্ব ভাষাগত পরিচয় রক্ষা করতে সক্ষম হয়। প্রযুক্তিনির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ— যেমন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন শিক্ষা, ডিজিটাল প্রকাশনা— বাংলা ভাষার ব্যবহারকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। এই নতুন ক্ষেত্রগুলিতে বাংলা ভাষার উপযোগী পরিভাষা তৈরিতে সংস্কৃতের ভূমিকা ক্রমশ বাড়ছে। 'অন্তর্জাল', 'সামাজিক মাধ্যম', 'দূরশিক্ষা', 'সংবাদমাধ্যম', 'ডিজিটাল নিরাপত্তা' ইত্যাদি শব্দ এই পরিবর্তনের স্পষ্ট উদাহরণ। সবশেষে বলা যায়, সংস্কৃত কেবল অতীতের ঐতিহ্যবাহী ভাষা নয়; বরং বাংলা ভাষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিকাশের একটি শক্তিশালী ভিত্তি। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পরিভাষা নির্মাণ, এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ— সবক্ষেত্রেই সংস্কৃতের অবদান অপরিসীম। তাই আধুনিক যুগে বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কৃত একটি অপরিহার্য সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

উপসংহার : সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক মূলত উত্তরাধিকার, অভিযোজন এবং রূপান্তরের সম্পর্ক। বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্য থেকে উৎসারিত হলেও এটি কেবল একটি অনুকরণমূলক ভাষা নয়; বরং দীর্ঘ ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একটি স্বতন্ত্র ও জীবন্ত ভাষা। প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্যবর্তী ধাপ অতিক্রম করে বাংলা ভাষা নিজস্ব ধ্বনি, ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার ও সাহিত্যিক রীতির মাধ্যমে একটি স্বকীয় পরিচয় লাভ করেছে।

সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় জ্ঞান, দর্শন, ধর্ম ও সাহিত্যের শাস্ত্রীয় ভিত্তি নির্মাণ করেছে, আর বাংলা সেই ঐতিহ্যকে জনভাষার মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। ফলে এই দুই ভাষা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে— সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডারের উৎস হিসেবে এবং বাংলা সেই জ্ঞানের বিস্তার ও জীবন্ত প্রয়োগের মাধ্যম হিসেবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতকে ভিত্তি এবং বাংলাকে তার সৃজনশীল সম্প্রসারণ বললে অত্যুক্তি হবে না।

এই গবেষণার আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে বাংলা ভাষা সংস্কৃতের প্রভাব বহন করলেও তা নিজস্ব ধ্বনিগত সরলতা, ব্যাকরণগত সহজতা এবং জীবন্ত ব্যবহারিক শক্তির মাধ্যমে একটি স্বাধীন ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার সম্পর্ককে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রাধান্যের প্রশ্নে নয়, বরং পারস্পরিক সহাবস্থান ও পরিপূরকতার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা অধিক যুক্তিসঙ্গত।

অতএব বলা যায়, সংস্কৃতের শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য এবং বাংলার প্রাণশক্তি মিলিতভাবে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা, বৈচিত্র্য এবং সৃজনশীল বিকাশকে আজও সমৃদ্ধ করে চলেছে।

Reference:

Chatterji, Suniti Kumar. *The Origin and Development of the Bengali Language*. George Allen & Unwin, 1926, pp. 1–45, 120–168, 312–340

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 515 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Sen, Sukumar. *History of Bengali Language and Literature*. Sahitya Akademi, 1960, pp. 3–25, 70–102, 150–176
Masica, Colin P. *The Indo-Aryan Languages*. Cambridge UP, 1991, pp. 50–85, 205–230
Cardona, George. *Panini: A Survey of Research*. Motilal Banarsidass, 1997, pp. 15–38, 95–120
Panini. *Ashtadhyayi*. Motilal Banarsidass, 2000, pp. 1–20, 200–215
Bagchi, Sukumar, editor. *Charyapada*. Sahitya Akademi, 1989, pp. 7–18, 40–55
Dimock, Edward C., trans. *The Caitanya Caritamrta*. Harvard UP, 1999, pp. 25–60
Debroy, Bibek, trans. *The Ramayana*. Penguin Classics, 2016, pp. 35–70
Debroy, Bibek, trans. *The Mahabharata*. Penguin Classics, 2015, pp. 55–95
Mukherjee, Meenakshi. *Early Novels in India*. Sahitya Akademi, 2002, pp. 1–20